ইত্তেফাক

016

তারিখ ... 15.1.84 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক
রবিবার, ৬০শে পৌষ, ১৩৯০

ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবিয়া দেখা উচিত

ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের ছাত্রদের এক সংঘর্ষের সচিত্র রিপোর্ট ইত্তেফাকসহ ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গত বুধবার ঢাকা কলেজের 'র‍্যাগ ডে'তে সিটি কলেজের কয়েকজন ছাত্র গিয়াছিল। সেখানে অন্যদের সঙ্গে তাহাদের গায়ে রঙ দেওয়াকে কেন্দ্র করিয়া বচসার সূত্রপাত হয় এবং এই বচসাই পরে প্রতিবেশী দুইটি কলেজের ছাত্রদের সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়। রিপোর্টে জানা যায় যে, ঢাকা কলেজের একদল ছাত্র ঐদিনই সিটি কলেজে গিয়া কলেজ অধ্যক্ষের অফিসের জানালার কাঁচ ভাঙ্গিয়া দিয়া আসে। পরের দিন সিটি কলেজের ছাত্ররা পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ঢাকা কলেজ অধ্যক্ষের অফিসের জানালার কাঁচ ভাঙ্গে। কিন্তু তাহাদের কয়েকজন ঘটনাস্থলে ধৃত ও প্রহৃত হয়। পরে ঢাকা কলেজ হইতে ধানমণ্ডির ২ নম্বর রোডের সিটি কলেজ পর্যন্ত সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সম্মুখস্থ গোটা এলাকা প্রায় দুইঘন্টা যাবৎ দুইটি কলেজের ছাত্রদের এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয় পক্ষকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। ইহাতে ৬ জন ছাত্র ও ২২ জন পুলিশ আহত হয়। অবশ্য পরে পুলিশ ও দুই কলেজের অধ্যক্ষদ্বয়ের চেষ্টায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে।

সংবাদটি প্রায় সকল পত্র-পত্রিকায়ই ফলাও করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এ সংবাদ প্রকাশে কেন যে এত গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে তাহা এখনো বোধগম্য হয় নাই। জমিজমা বা স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে পরস্পর বচসা, বিবাদ, সংঘর্ষ বা হত্যার কথা বাদ দিয়াও দেখা যায়, অতি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কি গ্রাম, কি শহর প্রায় সর্বত্র বয়স্ক লোকেরা বচসা-বিবাদে লিপ্ত হয়। সেখানে উত্তপ্ত রক্তের অধিকারী কলেজের তরুণ ছাত্ররা যদি কোন বচসাকে কেন্দ্র করিয়া ইট-পাটকেল নিক্ষেপ বা ততোধিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহা হইলে ইহাকে কিভাবে বড় বা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়? তাছাড়া, এই ঘটনা দন্টে মনে হয়, কলেজ দুইটির খুবই নিকটবর্তী থাকা এবং অধ্যক্ষদ্বয়ের অফিসের কাঁচ-ভাঙ্গা এই দুইটি বিষয় কলেজের ছাত্রদের খুবই আবেগতাড়িত করিয়া থাকিবে। তাহা না হইলে সংঘর্ষ হয়তো রাজপথে বিস্তৃত হইত না। ঘটনা যাহাই হউক, ইহাতে যে কেহ গুরুতর আহত হয় নাই ইহাই সুখের বিষয়। তবে ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের ছাত্রদের এই অহেতুক সংঘর্ষটিকে আমরা কোনক্রমেই খাটো করিয়াও দেখিতে রাজী নই। গ্রামে-গঞ্জে, শহরের আনাচে-কানাচে সাধারণ ও স্বার্থবাদী লোকেরা অহরহ বচসায় লিপ্ত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে খুন-খারাপি হইতেও পিছপা হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সহিত কলেজের ছাত্রদের এক করিয়া দেখাও যাইবে না—যদিও ছাত্রদের বয়স ও জ্ঞান খুবই অল্প। ইহা এইজন্য যে, দেশটি এখন আর পরাধীন নয় এবং বয়সও কম নয়। বিগত ৩৬ বছর এই দেশটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহু ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞানের কিছু না কিছু অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীদের আয়ত্ত হওয়া স্বাভাবিক। সে জন্যও সাধারণ মানুষ অপেক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে অনেক বেশী জ্ঞান, বুদ্ধি, সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ প্রত্যাশা করা হয়। আজকের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ২।৩ বছর পর নাগরিক হিসাবে দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ছড়াইয়া পড়িবে। তাহাদের উপরই নির্ভর করিবে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত। তাই তাহাদের আচার-আচরণে, কথাবার্তায় প্রত্যাশা করা হয় সম্ভাব্য পূর্ণতা। সে জন্যই 'র‍্যাগ ডে'র মত উৎসবের রঙ খেলাকে কেন্দ্র করিয়া যখন কোন বচসা দুইটি কলেজের ছাত্রদের সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয় তখন আমরা বিচলিত ও দুঃখিত না হইয়া পারি না। তাই আমরা আশা করিব, নিজেদের এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন চিন্তা করিয়া ছাত্ররা আচার-আচরণে সর্বদা সংযম ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিবে। তাহা হইলে শিক্ষাঙ্গনেই যে সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকিবে শুধু তাই নয়, দেশের সাধারণ পরিবেশও উন্নত হইবে।